শীতবস্ত্র বিতরণ

বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার উত্তর দিনাজপুর জেলার তৃণমূল যুব কংগ্রেসের তরফে দুঃস্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। সংগঠনের জেলা সভাপতি গৌতম পাল শীতবস্ত্র তুলে দেন।

কৃষকদের প্রতিষেধক স্প্রে করার পরামর্শ কৃষি দপ্তরের

কুয়াশায় আলু চাষে ক্ষতির আশঙ্কা

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১২ জানুয়ারি : কুয়াশার প্রকোপ বাড়তে থাকায় উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় আলু উৎপাদনে ক্ষতির আশঙ্কা চাষিদের। আলিপুরদুয়ার জেলায় এ বছর প্রায় কুড়ি হাজার হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয়েছে। গত দু'দিন ধরে জেলায় সূর্যের দেখা মেলেনি। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত শীতের দাপট চলেছে। সূর্যের আলো না পড়ায় উদ্বেগে রয়েছেন আলুচাষিরা। রাত ও সকালে শীতের পাশাপাশি দুপুরের রোদের তাপ আলু চাষের পক্ষে খুবই উপযোগী। তাপমাত্রা কমে গেলে সেক্ষেত্রে আলু চাষে ধসা রোগের আশঙ্কা তৈরি হয়। রোদ না হলে ধসা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আলু জমিতে লাগানোর প্রায় মাসখানেকের মধ্যে ধসার প্রকোপ দেখা দিলে আলুর উৎপাদন ব্যাপক মার খেতে পারে বলে জানিয়েছেন চাষিরা। জেলা কৃষি দপ্তরের সহ অধিকর্তা হরিশ্চন্দ্র রায় বলেন, 'কুয়াশা ও ঠান্ডা থাকলেও ওয়েদার এখনও ড্রাই রয়েছে। ফলে উদ্বেগের কোনও কারণ নেই। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে গেলে, আলুতে ধসার জীবাণু দ্রুত বংশবিস্তার করতে পারে। চাষিদের প্রতিষেধক স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।'

> কুয়াশা ও ঠান্ডা থাকলেও ওয়েদার এখনও ড্রাই রয়েছে। ফলে উদ্বেগের কোনও কারণ নেই। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেড়ে গেলে, ধসার জীবাণু দ্রুত বংশবিস্তার করতে পারে। চাষিদের প্রতিষেধক স্প্রে করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে
>
> –হরিশ্চন্দ্র রায়,
> *জেলা কৃষি দপ্তরের সহ অধিকর্তা*

জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ি ব্লকেও শীতের সঙ্গে কুয়াশা বাড়তে থাকায় এবার আলু চাষ নিয়ে সতর্কতা জারি করেছে কৃষি দপ্তর। দিনতিনেক ধরে ক্রমশই শীত ও কুয়াশা বাড়ছে। তবে শুধু শীত বাড়লে আলুর বিশেষ ক্ষতি হবে না বলেই বিশেষজ্ঞদের দাবি। কিন্তু অতিরিক্ত কুয়াশা, মেঘলা আকাশ এবং বৃষ্টি হলেই আলু গাছ ধসা রোগে আক্রান্ত হতে পারে বলে আশঙ্কা। জলপাইগুড়ি জেলার সহ কৃষি অধিকর্তা (বিষয়বস্তু) ডঃ মেহেফুজ আহমেদ বলেন, 'ঠান্ডা বাড়লে আলুর সাইজ ভালো হবে। কিন্তু কুয়াশা বা মেঘলা আকাশ এবং বৃষ্টি হলেই আলু গাছে ধসা রোগ ছড়াবে যা আলু চাষকে ব্যাপক ক্ষতির মুখে ফেলতে পারে। যার জন্য কৃষককে প্রতি মুহূর্তে জমিতে গিয়ে গাছের পর্যবেক্ষণ করতে হবে।' এদিকে, পুরো পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন কৃষি দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীরা। রোগের আক্রমণ থেকে গাছ বাঁচাতে প্রয়োজনীয় রাসায়নিকের নামও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, মাল ব্লকে ইতিমধ্যেই আলু চাষে ক্ষতির অভিযোগ করেছেন চাষিরা। চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব দোলাইগাঁওয়ের আলুচাষি আব্দুল কাদের বলেন, 'কয়েক বিঘা জমির আলু তুলেছি। কিন্তু আশানুরূপ ফলন পাইনি।' একই অভিযোগ শোনা গিয়েছে ওই এলাকারই চাষি মফিজুল রহমান, নীলু হক, আবু তালেবদের গলাতেও। আলুর ফলন কম হওয়ার জন্য তাঁরা প্রকৃতির খামখেয়ালিপনাকে দুষেছেন। ক্রান্তি ও চ্যাংমারি এলাকার বেশ কিছু আলুচাষি জানান, তাঁরা বিঘা প্রতি গড়ে ৪০–৪২ প্যাকেট আলু পেয়েছেন যা দিয়ে তাঁদের খরচের টাকাও ওঠেনি। স্থানীয় কৃষক তথা চ্যাংমারি গ্রাম কৃষক সংঘের সম্পাদক হাবিবুল ইসলাম বলেন, 'একদিকে আলুর দাম কম ও অন্যদিকে উৎপাদনও কম হওয়ায় বিপাকে পড়েছেন আলুচাষিরা। প্রকৃতির ওপর কারও হাত নেই ঠিকই তবে আলুর ভালো দাম পেলে পুষিয়ে নেওয়া যেত।' এলাকার কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক সন্তোষকুমার দাস বলেন, 'আলুর ফলনে ক্ষতির কথা বলার সময় এখনও আসেনি। মাল ব্লকের অধিকাংশ চাষি যে আলু লাগিয়েছেন সেই গাছের গড় বয়স দুই মাস। গাছের বয়স তিন মাস হওয়ার পরই আলু তোলা শুরু হবে। জমির সব আলু উঠে যাওয়ার পরই বিষয়টি পরিষ্কার হবে।'

সিপিএম নেতাদের বায়োডেটা বিজেপিতে

শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : বিধানসভা ভোটের আগে সিপিএম নেতাদের দলে টানতে ইতিমধ্যেই ময়দানে নেমেছে বিজেপি। এবার সিপিএমের কয়েকজন নেতা তাঁদের 'বায়োডেটা' বিজেপি নেতাদের কাছে পাঠিয়েছেন বলে খবর। শিলিগুড়িতে সিপিএমের দুই তাবড় তাবড় নেতার কথা ইতিমধ্যেই শোনা যাচ্ছে। তাঁদের মধ্যে একজন শিলিগুড়ি পুরনিগমের কোঅর্ডিনেটর ও অন্যজন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বিদায়ি বোর্ডের সদস্য বলে জানা গিয়েছে। দুজনেই শিলিগুড়ি শহর ও গ্রামীণ এলাকায় যথেষ্ট সুনামের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে সিপিএম করে আসছেন। কিন্তু সম্প্রতি বিজেপি নেতারা তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করার পর তাঁরা তাঁদের বায়োডেটা পাঠিয়েছেন উপর মহলে।

কেন এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে?

শিলিগুড়িতে সিপিএমে ওই নেতা দীর্ঘদিন ধরে দল করে আসার পরেও সেভাবে তাঁকে দলে জায়গা দেওয়া হচ্ছে না বলে অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে ঘনিষ্ঠ মহলে বেশ কয়েকবার তিনি ক্ষোভ প্রকাশও করেছিলেন। যথেষ্ট যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কেন দল সেভাবে কাজের সুযোগ দিচ্ছে না, এই অভিযোগে অনেকদিন থেকেই দলের কাজে মন দিতে পারছেন না ওই নেতা। পাশাপাশি শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের বিদায়ি বোর্ডের এক সদস্য নাকি বিজেপিতে তাঁর বায়োডেটা পাঠিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। তিনিও মহকুমার গ্রামীণ এলাকার যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ নেতা। কিন্তু তিনিও দলে সেভাবে গুরুত্ব পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। সেই কারণে তিনিও বিজেপির দিকে ঝুঁকেছেন বলে খবর। পুরো বিষয়টি নিয়ে সিপিএমের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক জীবেশ সরকার বলেন, 'আমাদের দলের কাকে টোপ দিয়েছে, কে বায়োডেটা পাঠিয়েছে, এইসবের কোনও ভিত্তি নেই। আমাদের দলের কাউকে টোপ দিয়ে কিছু হবে না। তৃণমূল ও বিজেপি, দুই দলের মধ্যে পারস্পরিক আদানপ্রদান চলছে।'

সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী এপ্রিলেই সম্ভবত বিধানসভা ভোট। সেই ভোটকে পাখির চোখ করে ইতিমধ্যেই গোটা রাজ্যে এখন চলছে দলবদলের পালা। মূলত অন্য দল থেকে তৃণমূল কিংবা বিজেপিতে যাওয়ার প্রবণতাই এখন সবচেয়ে বেশি। শিলিগুড়িতে আইএনটিইউসি নেতা অলোক চক্রবর্তীর ইতিমধ্যে ফের তৃণমূলে ফেরার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। ইতিমধ্যেই অলোকবাবু পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও পরবর্তীতে তৃণমূল যুব সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখাও করেছেন। শুধু তাই নয়, বিজেপিও কংগ্রেসের দুই প্রাক্তন কাউন্সিলার, তৃণমূলের এক প্রাক্তন কাউন্সিলারকে ইতিমধ্যেই তাঁদের দলে যোগদান করিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিধানসভা ভোট যত এগিয়ে আসছে বিজেপি ও তৃণমূল তাঁদের দল বড় করার চেষ্টা করছে। বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সহ সভানেত্রী সবিতা আগরওয়াল বলেন, 'দল যখন বড় হয়, তখন এরকম পরিস্থিতি তৈরি হয়। অন্য দলের অনেকেই দল পরিবর্তন করতে চায়। প্রচুর মানুষ এখন বিজেপিতে যোগ দিতে চাইছেন।'

বানারহাট টিজি মৌজায় নতুন ব্লকের অফিস স্থাপনের প্রতিবাদে মিছিল।

দুয়ারে সরকার নিয়ে কটাক্ষ অশোকের

শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : রাজ্য সরকারের দুয়ারে সরকার ও পাড়ায় পাড়ায় সমাধান প্রকল্পতে তৃণমূল নেতাদের সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন শিলিগুড়ির বিধায়ক অশোক ভট্টাচার্য। আগামী বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে তৃণমূল যেমন রাজ্য সরকারের বেশ কিছু প্রকল্পের কথা মানুষের সামনে তুলে ধরতে মুখ্যমন্ত্রীর পেশ করা গত ১০ বছরের রিপোর্ট কার্ড নিয়ে হাজির মানুষের দুয়ারে, তখন শিলিগুড়ির উন্নয়নের খতিয়ান নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় যাচ্ছেন অশোকবাবুরা। কিন্তু রাজ্য সরকারের দুয়ারে সরকার ও পাড়ায় পাড়ায় সমাধান পরিষেবা নিয়ে অশোকবাবুরা সমালোচনার ঝড় তুলেছেন। তাঁদের অভিযোগ, শুধুমাত্র লোকদেখানো ও ভোট আদায়ের লক্ষ্যেই তৃণমূলের এই ধরনের কর্মসূচি। এর সঙ্গে বাস্তবতার কোনও মিল নেই। কারণ, দুয়ারে সরকারের পরিষেবা নিতে বেশি মানুষ আসার অর্থ এতদিন এত মানুষ এইসব পরিষেবার বাইরে ছিলেন। এমনই অভিযোগ বিরোধীদের। এদিন অশোকবাবু বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোট যে আসন্ন তা বোঝা যাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের হঠাৎ করে কিছু বিশেষ কর্মসূচির ঘোষণা। সরকারকে মানুষের দুয়ারে নিয়ে যেতে হবে এটা দশ বছর পর মনে পড়ল? এটা তো জ্যোতি বসু যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন সেই সময়ই এই কথা বলেছিলেন যে, এই সরকার কলকাতায় বসে নয়, গ্রামে গ্রামে গিয়ে মানুষের পাশে থেকে কাজ করবে। আর তৃণমূল দুয়ারে সরকারের নাম করে পঞ্চায়েত, পুরসভার যত ক্ষমতা রয়েছে তা সব কেড়ে নিয়ে সেগুলিকে ক্ষমতাহীন করে কিছু আমলাকে দিয়ে সরকারি অর্থের অপচয় করছে। এই অর্থের দ্বারা তাদের কিন্তু কোনও উপকার হবে না। আমপানের মতো এই অর্থ লুঠ হচ্ছে।' অশোকবাবু বলেন, 'পাড়ায় সমাধান আবার কী জিনিস? পাড়ায় কোনও কিছু সমস্যা হলে তা সমাধান করার জন্য পঞ্চায়েত, পুরসভা রয়েছে। তারা সেটা করবে। এতদিন পর পাড়ার মানুষের কথা, গ্রামের মানুষের কথা মনে পড়ল? এটা একটা পুরোপুরি নাটক ছাড়া কিছু নয়। এভাবে মানুষের কাছে কখনও পৌঁছানো যায় না।' এ প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা সভাপতি রঞ্জন সরকারে বলেন, 'অশোকবাবুর বয়স হয়েছে। উনি এবার ভোটে দাঁড়ালে ওঁর জমানত বাজেয়াপ্ত হবে। ওঁর জানা প্রয়োজন, ওঁদের দলের অনেক কোঅর্ডিনেটরও স্বাস্থ্যসাথীর কার্ড করতে লাইনে দাঁড়িয়েছেন। সুতরাং ওঁর মুখে সরকারি প্রকল্পের সমালোচনা করা মানায় না।'

১০০ দিনের কাজ না মেলায় সমস্যা

চাকুলিয়া, ১২ জানুয়ারি : এতদিন স্বামীই ছিলেন পরিবারে রোজগেরে একমাত্র ভরসা। তবে দীর্ঘদিন ধরে তিনি অসুস্থ। তার ওপর এক মেয়ে মানসিক ভারসাম্যহীন। কিন্তু তার জন্য প্রতিবন্ধী শংসাপত্র না মেলায় ভাতাও অমিল। এই অবস্থায় গ্রাম পঞ্চায়েতে একশো দিনের কাজের জন্য আবেদন করেছিলেন স্ত্রী। কিন্তু কাজ মেলেনি। তাই চাকুলিয়ার নিজামপুর–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সাথিয়ারা গ্রামের বাসিন্দা সাকিরুন বিবি বাড়ি বাড়ি পরিচারিকার কাজ করছেন। তবে এতেও সমস্যা না মেটায় তিনি চিন্তিত। তিনি বলেন, 'লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে এইভাবে কতদিন সংসার চলবে জানি না। দুই মেয়ে ও অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে বড় দুশ্চিন্তায় পড়েছি।' পরিবারের এই দুর্দিনে গ্রমের বাসিন্দারা সাকিরুন বিবির পাশে দাঁড়িয়েছেন। পঞ্চায়েত কোনও সাহায্য না করায় এলাকার বাসিন্দারা ক্ষুব্ধ। বাসিন্দা ইরফান আলি বলেন, 'এত সমস্যা থাকা সত্ত্বেও গ্রাম পঞ্চায়েত পাশে দাঁড়ায়নি।' এ নিয়ে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অনীতা ঋষির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বিষয়টি জানেন না বলে দাবি করেন। ব্লকের বিডিও কানহাইয়াকুমার রায় সাকিরুনের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়েছেন। পাশাপাশি স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন।

শিলিগুড়ির মিলন মোড়ে বিজেপির যোগদান মেলা কর্মসূচি। ছবি : সূত্রধর

শিলিগুড়িতেও নজর গেরুয়া শিবিরের

বিমলপন্থী মোর্চায় বড় ভাঙন ধরাল বিজেপি

শিলিগুড়ি, ১২ জানুয়ারি : বিমল গুরুং হাত ছাড়তেই পাহাড়ে আত্মনির্ভর হওয়ার পথে মোর্চাকে টার্গেট করল বিজেপি। গুরুং ঘনিষ্ঠ কল্যাণ দেওয়ানকে দলে টেনে যে বার্তা দিয়েছিল গেরুয়া শিবির, মঙ্গলবার সেই পরিসরটা আরও বড় হল অনেকটাই। গুরুংপন্থী মোর্চার প্রথমসারির নেতাদের শুধু দলে টানাই নয়, বিনয়পন্থীরাও গেরুয়া শিবিরে নাম লেখাবেন বলে ইঙ্গিত দিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় মুখপাত্র তথা দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। তিনি বলেন, 'পাহাড় সমস্যার সমাধান এবং উন্নয়ন যে বিজেপি করতে পারে, তা বুঝতে পারছেন সকলেই। তাই তাঁরা বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন।' শিলিগুড়ির তৃণমূল ও সিপিএমেও বড় ধরনের ভাঙনের ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।' বিমল–বিনয়দের নাম না করে এদিন কল্যাণ দেওয়ান বলেন, 'গোর্খাল্যান্ডের কথা বলে পাহাড়ের দু'–চারজন নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখছে। তাঁরা কেউ নেতা নন। নেতা হতে গেলে বুকের পাটা লাগে। যা দেখিয়েছেন ছত্রে সুব্বা। তাই মানুষের সামনে ওই নেতাদের চালাকি ধরা পড়ে যাচ্ছে।'

সহযোগী দলগুলির ওপর নির্ভরতা থাকলেও পাহাড়ে ভালো ফলের জন্য আত্মনির্ভর হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় পর্যটন প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত) প্রহ্লাদ সিং প্যাটেল। তিন দিনের মধ্যে আত্মনির্ভর হওয়ার পথে মোর্চায় বড় ধরনের ভাঙন ধরাল গেরুয়া শিবির। মঙ্গলবার মিলন মোড়ে যোগদান মেলায় বিজেপিতে যোগ দিলেন গুরুংপন্থী মোর্চার মুখপাত্র বিপি বাজগায়েন থেকে দলের রাজনৈতিক উপদেষ্টা সরোজ থাপা, তরাইয়ের নেতা শংকর অধিকারী থেকে নারী মোর্চার নেত্রী সুষমা গুরুং। এদিন যে শতাধিক ব্যক্তি বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ২৫ জনই মোর্চার প্রথমসারির মুখ। পাহাড়ে শক্তিশালী হওয়ার ক্ষেত্রে দার্জিলিং থেকে কালিম্পং, মিরিক থেকে কার্সিয়াং– সর্বত্রই মোর্চায় ভাঙন ধরিয়েছে বিজেপি। যাঁদের অধিকাংশই গুরুং ঘনিষ্ঠ। বিনয় শিবির ছেড়েও অনেকে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ।

> **উন্নয়ন এবং সুশাসন যে একমাত্র বিজেপির দ্বারা সম্ভব, তা মানুষ বুঝতে পারছেন। তাই তৃণমূল, সিপিএম ছেড়েও শিলিগুড়ির অনেকে আমাদের সঙ্গে কাজ করতে চাইছেন।**
>
> –রাজু বিস্ট
> *দার্জিলিংয়ের সাংসদ*

তৃণমূল ও সিপিএমে ভাঙন ধরানোর পরিকল্পনাও যে তাঁদের রয়েছে, তাও তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন সাংসদ। রাজুবাবু বলেন, 'উন্নয়ন এবং সুশাসন যে একমাত্র বিজেপির দ্বারা সম্ভব, তা মানুষ বুঝতে পারছেন। তাই তৃণমূল, সিপিএম ছেড়েও শিলিগুড়ির অনেকে আমাদের সঙ্গে কাজ করতে চাইছেন।' দৃশ্যমানতা কম থাকায় বাগডোগরায় এদিন বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কৈলাস বিজয়বর্গীয়ের বিমান অবতরণ করতে পারেনি। ফলে সভায় প্রধান মুখ হয়ে ওঠার কথা ছিল রাজু বিস্টের। কিন্তু মিলন মোড় এলাকা গোর্খা অধ্যুষিত হওয়ায় এবং মোর্চার প্রভাব থাকায়, এখানে বিজেপি এগিয়ে দিয়েছিল প্রাক্তন মোর্চা নেতা তথা বিজেপির দার্জিলিং জেলা সভাপতি কল্যাণ দেওয়ানকে। দীর্ঘ বক্তৃতায় তিনি নাম না করে গোর্খাল্যান্ড প্রসঙ্গে বিমল–বিনয়দের বিরুদ্ধে সরব হন। গুরুংকে খোঁচা দিয়ে তিনি বলেন, 'নেতা জঙ্গলে আশ্রয় নিতে পারেন। প্রয়োজনে পালিয়েও বেড়াতে পারেন। কিন্তু যাঁর জন্য পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে, তাঁর আশ্রয়ে ঠাঁই নেবেন না। যেমনটা করেছিলেন ছত্রে সুব্বা। জেল খাটতে হলেও তিনি নিজের মর্যাদা বিসর্জন দেননি কোনও দিন।' বিনয় শিবিরকে টার্গেট করে তিনি বলেন, 'ক্ষমতায় থাকতে গিয়ে কয়েকজন নেতা পাহাড়ের মানুষকে ধোঁকা দিচ্ছেন। মানুষের কাছে সব স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। মানুষ বুঝতে পারছেন পাহাড় সমস্যার সমাধান এবং ১১টি জনজাতিকে তপশিলি উপজাতির মর্যাদা দিতে পারে একমাত্র বিজেপি।'

অন্যদিকে, বিমলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ নেতা তথা দলের কার্যকরী সভাপতি লোপসাং লামা (ইয়লমো) এদিন সন্ধ্যায় শিলিগুড়িতে এসে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের সঙ্গে দেখা করেন। শুধু তাই নয়, তিনি বিজেপিতে যোগদানের ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন বলে দলীয় সূত্রে খবর। ২০০৭ সাল থেকে বিমল গুরুংয়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ নেতা হিসাবে পরিচিত লোপসাং লামা। গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চেয়ারম্যান হিসাবেও দীর্ঘ কয়েক বছর কাজ করেছেন। ২০১৭ সালে পাহাড়ে আন্দোলন এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন মামলায় জড়িয়ে তিনিও বিমলের সঙ্গেই আত্মগোপন করেন। দীর্ঘদিন এভাবে থাকার পরে দিল্লিতে লোপসাংকে সামনে রেখেই বিমল কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছিলেন। পরবর্তীতে এই নেতাকে দলের কার্যকরী সভাপতি করেন বিমল। শিলিগুড়ি, দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ের সাম্প্রতিক জনসভাগুলিতে বিমলের পাশেই দেখা গিয়েছে লোপসাং লামাকে। কিন্তু হঠাৎই তিনি সুর বদলে বিজেপিতে যোগদানের ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন।

ভোট বয়কটের ডাক গয়েরকাটার বাসিন্দাদের

গয়েরকাটা, ১২ জানুয়ারি : বানারহাট টিজি মৌজায় ব্লক অফিস স্থাপনের সরকারি সিদ্ধান্ত নিয়ে গয়েরকাটা এলাকায় ক্ষোভ বাড়ছে। এই নিয়ে ক্রমাগত প্রতিবাদ মিছিল, সভা ও অবস্থান বিক্ষোভ চলছে। দুয়ারে সরকার কর্মসূচির পরে ভোট বয়কটের পোস্টারও লাগানো হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। মঙ্গলবার বিকেলে কৃষিবলয় ব্লক অফিস আদায় কমিটি এই সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে গয়েরকাটাজুড়ে প্রতিবাদ মিছিল করে। হাজার হাজার মানুষ এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। মিছিল শেষে আন্দোলনকারীরা প্রায় ১০ মিনিট এশিয়ান হাইওয়ে–৪৮ অবরোধ করেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্লক অফিস স্থাপনের আগে জায়গা নিয়ে সঠিকভাবে সমীক্ষা না করে, বানারহাট টিজি মৌজাকে বেছে নেওয়ার প্রতিবাদ জানানো হয় মিছিল থেকে। গয়েরকাটা চৌপথি থেকে এই প্রতিবাদ মিছিল শুরু হয়ে গয়েরকাটার বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে চৌপথিতে এসে শেষ হয়।

আন্দোলনকারীরা বলেন, 'নতুন ব্লকের অফিস এমন জায়গায় করতে

ব্লক অফিস তৈরির প্রতিবাদ

হবে যেখান থেকে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার দূরত্ব বর্তমান ধূপগুড়ি ব্লক অফিসের চেয়ে কম। কিন্তু সরকারের বানারহাট টিজি মৌজায় ব্লক অফিস স্থাপনের সিদ্ধান্তের ফলে কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার দূরত্ব যেমন কমছে, ঠিক তেমনই কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার দূরত্ব অনেকটা বেড়ে যাচ্ছে। ফলে স্থানীয় বাসিন্দারা অসুবিধায় পড়বেন।' কৃষিবলয় ব্লক অফিস আদায় কমিটির সভাপতি গোপালচন্দ্র সরকার বলেন, 'সরকার সব গ্রাম পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা না বলেই বানারহাট টিজি মৌজায় ব্লক অফিস স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে সাধারণ মানুষ ও বিশেষ করে ৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষিজীবী মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। একমাত্র গয়েরকাটায় নতুন ব্লকের সদর দপ্তর স্থাপন করা হলে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের দূরত্ব বর্তমান ধূপগুড়ি ব্লক অফিসের তুলনায় কমবে, এতে সমস্ত মানুষের উপকার হবে। সরকার যতদিন আমাদের দাবি পূরণ না করছেন, আমরা এই আন্দোলন চালিয়ে যাব। প্রয়োজনে ভোট ও সরকারি পরিষেবা বয়কট করা হবে।' জলপাইগুড়ির জেলা শাসক মৌমিতা গোদারা বসু বলেন, 'পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বানারহাটে ব্লকের সদর দপ্তরের জায়গা ঠিক হয়েছে।'

কাজের পদ্ধতি বোঝালেন মন্ত্রী

তুফানগঞ্জ, ১২ জানুয়ারি : এক সরকারি কর্মীর কাজ নিয়ে ক্ষোভ জানিয়ে তাঁকে কাজ করার পদ্ধতি বুঝিয়ে দিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। মঙ্গলবার তুফানগঞ্জ–১ ব্লকের দেওচড়াই গ্রাম পঞ্চায়েতের দেওচড়াই হাইস্কুলের মাঠে দুয়ারে সরকার কর্মসূচি শিবিরে হাজির হন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী। সেখানেই সাধারণ মানুষের হয়রানির অভিযোগ পেয়ে ক্ষুব্ধ হন মন্ত্রী।

শিবিরে তুফানগঞ্জ–১ ব্লক খাদ্য দপ্তরের একটি ক্যাম্প ছিল। দেওচড়াইতে সেই ক্যাম্পের দায়িত্বে থাকা কর্মী সাধারণ মানুষকে হয়রান করছিলেন বলে অভিযোগ। রবিবাবু শিবিরে এলে তাঁর কাছে হয়রানির অভিযোগ যায়। সঙ্গে সঙ্গে ওই স্টলে গিয়ে কর্মীকে বিনা কারণে সাধারণ মানুষকে হয়রান না করার নির্দেশ দেন। সাধারণ মানুষের কাজ কীভাবে করতে হবে তা বুঝিয়ে দেন। এ বিষয়ে তুফানগঞ্জ খাদ্য দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'দেওচড়াইয়ে দুয়ারে সরকার অনুষ্ঠানে এক কর্মীকে কীভাবে কাজ করতে হবে তা বুঝিয়ে দেন মন্ত্রী। ওই কর্মী কীভাবে কাজ করছিলেন তা যাচাই করে দেখা হবে।' রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'এদিন দুয়ারে সরকার অনুষ্ঠানে এক কর্মী অযথা সাধারণ মানুষকে হয়রান করছিলেন। অভিযোগ পেয়ে আমি ওই কর্মীকে কাজের পদ্ধতি বুঝিয়ে দিই।'

মিড-ডে মিল সামগ্রী না পাওয়ার অভিযোগ

নকশালবাড়ি, ১২ জানুয়ারি : প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের পড়ুয়ারদের সঙ্গে অঙ্গনওয়াড়ির শিশুদের মিড–ডে মিল নিয়ে বৈষম্যের অভিযোগ উঠল। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে আসা শিশুদের অভিভাবকরা বলছেন, তাঁদের সন্তানরা তুলনায় কম বরাদ্দ পাচ্ছে। এমনকি অনেক সামগ্রী তাদের জন্য পাঠানোই হচ্ছে না।

নকশালবাড়ি ব্লকের ৩৮৫টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র রয়েছে। সরকারি গাইডলাইন মেনে লকডাউনের পর থেকে মাধ্যমিক, প্রাথমিক ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পড়ুয়াদের অভিভাবকদের হাতে মিড–ডে মিলের সামগ্রী দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু অভিযোগ, ব্লকের ৭১টি প্রাথমিক ও ২১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যেসব সামগ্রী দেওয়া হচ্ছে, সেইসব সামগ্রী থেকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিশুরা বঞ্চিত। মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের সেদ্ধ চাল, ছোলা, আলু, সাবান ও স্যানিটাইজার দেওয়া হলেও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিশুদের তা দেওয়া হচ্ছে না। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২০ সালের অক্টোবর মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত শিশুদের খাবার পুরোপুরি বন্ধ থাকার পর ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে শুধুমাত্র আতপ চাল ও মশুর ডাল দেওয়া হয়েছে। অথচ মাধ্যমিক ও প্রাথমিকে সেদ্ধ চাল, ছোলা, আলু ও সাবান দেওয়া হয়েছে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের এক অভিভাবক বলেন, 'শিশুদের শুধুমাত্র মশুর ডাল ও আতপ চাল বাদে কিছু দেওয়া হচ্ছে না। বেশ কিছুদিন ধরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের সেদ্ধ চাল দেওয়া হচ্ছে আর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের শিশুদের লাগাতার আতপ চাল দেওয়া হচ্ছে।' শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক সৈকত ভট্টাচার্য বলেন, 'শিশুদের ছোলা দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তা আসেনি। এলে বকেয়া সহ সব দেওয়া হবে। এফসিআই থেকে যে চাল আসে, সেটাই দেওয়া হয়। এছাড়া আমাদের দপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী সামগ্রী বিতরণ করা হয়।'

১৫ বছর পর মাকে ফিরে পেল ছেলে

ফাঁসিদেওয়া, ১২ জানুয়ারি : ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মাদারবক্স এলাকার বাসিন্দা বিক্রম রায় খুব ছোটবেলাতেই তাঁর মাকে হারিয়ে ফেলেছিলেন। মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে মা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। এরপর প্রায় ১৫ বছর কেটে গিয়েছে। বিক্রম বহু চেষ্টাতেও তাঁর মাকে খুঁজে পাননি। অবশেষে মাসির মেয়ের কাছে খবর মেলে, মা বিধাননগরে ভবঘুরের মতো জীবন কাটাচ্ছেন। ছবি দেখে চেনার পর ছেলে মায়ের কাছে উপস্থিত হন। মঙ্গলবার অনেকে সেই মুহূর্তকে চাক্ষুষ করে চোখের জলে ভাসলেন।

সূত্রের খবর, গালধলি সিংহ আন্ডারপাসের নীচে থাকতেন তিনি। মানসিক ভারসাম্য হারানোর পর বিভিন্ন জায়গা ঘুরে বিধাননগরে ঠাঁই নেন। বাসিন্দাদের সহযোগিতায় রাস্তার উপর বাঁশের মাচা তৈরি করে সেখানেই থাকতে শুরু করেন। সম্প্রতি মহিলার বোনের মেয়ে তাঁকে দেখে চিনতে পারেন। খবর পেয়ে বিক্রম এদিন মায়ের কাছে উপস্থিত হন। বিক্রম বলছেন, 'বাড়িতে বাবা, আমি ও আমার স্ত্রী রয়েছি। এতদিন পর মাকে ফিরে পেয়ে আমাদের জীবন পরিপূর্ণ হল।' পরিবার ফিরে পেয়ে গালধলিও উচ্ছ্বসিত। স্থানীয় সমাজকর্মী বাপন দাস সহ স্থানীয় বাসিন্দাদের উপস্থিতিতে বিক্রম এদিন মাকে তাঁর বাড়ি নিয়ে যান।

মঙ্গলবার মায়ের সঙ্গে বিক্রম রায়। ছবি : সৌরভ রায়

বিধায়কের বিরুদ্ধে স্বজনপোষণের অভিযোগ

আলিপুরদুয়ার, ১২ জানুয়ারি : আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে নিকটাত্মীয় এক পরিবারের তিনজনকে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল। তৃণমূল ছেড়ে সদ্য বিজেপিতে যোগ দেওয়া আলিপুরদুয়ার পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান আশিস দত্ত মঙ্গলবার অভিযোগ করেন, বিধায়ক তাঁর মাসির পরিবারের দুজনকে প্রাথমিক স্কুলে এবং একজনকে কলেজে চাকরি পাইয়ে দিয়েছেন। সূর্যনগর এলাকার বাসিন্দা ওই পরিবার ছাড়াও বিধায়কের নিকটাত্মীয়রা অনেকেই তাঁর প্রভাবে চাকরি পেয়েছেন। সোমবার পুরসভার সামনে তৃণমূল কংগ্রেসের এক সভা থেকে সৌরভ চক্রবর্তী আলিপুরদুয়ার পুরসভার প্রাক্তন তৃণমূল চেয়ারম্যান আশিস দত্তের মেয়ের হাইস্কুলে চাকরি ও পোস্টিং নিয়ে সমালোচনায় সরব হয়েছিলেন। তারই পালটা হিসেবে মঙ্গলবার বিধায়কের বিরুদ্ধেই চাকরি দেওয়া নিয়ে স্বজনপোষণের অভিযোগ তোলেন আশিসবাবু।

বিধায়ক বলেন, 'তৃণমূলের আমলে আমার পরিবারের একজন সদস্যেরও চাকরি হয়নি। উনি মিথ্যেবাদী। আমার মাসি বা আত্মীয়রা আমার পরিবারের কেউ নয়। আমি কোনও নিয়োগ বোর্ডের চেয়ারম্যানও ছিলাম না। ফলে স্বজনপোষণ ও প্রভাব খাটানোর অভিযোগের কোনও ভিত্তি নেই।'

সম্প্রতি প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের একটি প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। এই সময় চাকরিতে নিয়োগ নিয়ে আলিপুরদুয়ারে শাসকদলের বিধায়কের বিরুদ্ধে স্বজনপোষণের অভিযোগ ওঠায় জেলার রাজনীতিতে এনিয়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, বিরোধীরা নিয়োগ নিয়ে অনিয়মের অভিযোগকে সামনে রেখে সামনের বিধানসভা নির্বাচনের আগে শাসকদলের বিরুদ্ধে সুর আরও চড়াতে পারে। । বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের তাই কাছে টানতে পুরোনো এবং নতুন বিভিন্ন নিয়োগ সংক্রান্ত অনিয়মের অভিযোগ উসকে দিতে পারে বিরোধীরা। বিধায়কের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলতেই আশিস দত্তকে মিথ্যেবাদী প্রতারক বলেছেন সৌরভ। তিনি বলেন, 'আমার মাসির ছেলেমেয়েদের চাকরি পাইয়ে দিলে, সেই সময় উনি প্রতিবাদ করেননি কেন? ওঁর হিম্মত থাকে তো, উনি প্রমাণ করুন স্বজনপোষণ করেছি।' বিধায়কের দাবি, তৃণমূলের আমলে আলিপুরদুয়ারের বহু মানুষের চাকরি হয়েছে। আমার নিজের পরিবারের একজনেরও চাকরি হয়নি। আলিপুরদুয়ার পুরসভায় আশিস দত্তের সময়ে নিয়োগে স্বচ্ছতা কতটা ছিল, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বিধায়ক।

শ্রমিক বিক্ষোভ

চোপড়া, ১২ জানুয়ারি : চা বাগান বিক্রিকে ঘিরে চোপড়া থানার ভৈষপিটা এলাকায় শ্রমিকদের মধ্যে আন্দোলন দানা বাঁধতে শুরু করেছে। মালিকপক্ষ বাগান বিক্রি করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, বাগান শ্রমিকদের মধ্যে এই আশঙ্কা ছড়িয়েছে। সেই আশঙ্কা থেকে শ্রমিকরা মঙ্গলবার এলাকার একটি ছোট বাগান দখল করার চেষ্টা করেন। বিক্ষোভ দেখানো হয়। আকবর আলি নামে এক শ্রমিক বলেন, 'মালিকপক্ষ ১২ একরের গোটা বাগানটি বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বাগানের ওপরেই শ্রমিক পরিবারগুলোর রোজগার টিকে রয়েছে। বাগান বিক্রি হয়ে গেলে বেশ কিছু পরিবার কাজ হারাবে।' অভিযোগ, এর আগেও এলাকায় ওই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। দালালের মাধ্যমে বাগানের বেশ কিছু প্লটও বিক্রি করা হয়েছে বলে দাবি। এইভাবে চলতে থাকলে সম্পূর্ণ বাগানটি একদিন বিক্রি হয়ে যাবে বলে শ্রমিকদের আশঙ্কা। এদিন মালিকপক্ষের কেউ বাগানে না আসায় তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। বিক্ষোভ নিয়ে থানায় কোনও অভিযোগ জানানো হয়নি বলে চোপড়া থানার পুলিশ সূত্রে খবর।